ধামতত্ত্ব ও পরিকর-তত্ত্ব

ধাম ও পরিকর স্বরূপ-শক্তির বৃত্তি। শ্রীকৃষ্ণ লীলা-পুরুষোত্তম এবং রসিক-শেখর; লীলারস-আস্বাদনের নিমিত্ত তিনি লীলা বা ক্রীড়া করেন। কিন্তু লীলা বা ক্রীড়া করিতে হইলে লীলার সহায়ক পরিকরের প্রয়োজন এবং লীলার স্থানেরও প্রয়োজন। বস্তুতঃ অনাদিকাল হইতেই তাঁহার স্বরূপ-শক্তির বৃত্তিভূত শুদ্ধ-সত্ত্ব লীলার ধাম ও পরিকররূপে আত্মপ্রকট করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে অনন্ত-লীলারস-বৈচিত্রী আস্বাদন করাইতেছেন। অনন্ত ভগবৎ-স্বরূপের প্রত্যেকেরই এইরূপ ধাম ও পরিকর আছেন, সমস্ত ধামই নিত্যসিদ্ধ চিন্ময়। (১।৩।২২ এবং ১।৪।৫৬-৫৭ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য)

কৃষ্ণলোক ও পরব্যোম। সিদ্ধলোক। ধাম সবিশেষ; সিদ্ধলোক নির্ব্বিশেষ। কারণসমুদ্র।—সন্ধিন্যংশ-প্রধান-শুদ্ধসত্ত্বরূপা আধার-শক্তিই ধামরূপে আত্ম-প্রকট করিয়া বিরাজিত। শ্রীকৃষ্ণ-স্বরূপের ধামের নাম কৃষ্ণলোক; ইহার ত্রিবিধ অভিব্যক্তি—দ্বারকা, মথুরা ও গোকুল। দ্বারকা-মথুরা হইতে গোকুলেরই বৈশিষ্ট্য; গোকুলই স্বয়ংরূপ-শ্রীকৃষ্ণের নিজস্ব-ধাম। গোকুলের অপর নাম ব্রজ; ইহাকে গোলোক, বৃন্দাবন এবং শ্বেতদ্বীপও বলে। (১।৫।১৩-১৪ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য)। অন্যান্য ভগবৎ-স্বরূপের ধাম-সমষ্টির সাধারণ নাম পরব্যোম; বিভিন্ন ভগবৎ-স্বরূপের বিভিন্ন ধাম এই পরব্যোমেরই অন্তর্ভুক্ত। পরব্যোম শ্রীকৃষ্ণ-লোকের নিম্নদেশে অবস্থিত। শ্রীকৃষ্ণলোক ও পরব্যোমস্থ ভগবৎ-স্বরূপের ধামসমূহ সবিশেষ; প্রত্যেক ধামেই জল, স্থল, বৃক্ষ, লতা, পশু, পক্ষী, কীট-পতঙ্গাদি লীলার সমস্ত উপকরণ আছে; কিন্তু প্রাকৃত-ব্রহ্মাণ্ডস্থ বৃক্ষ-লতাদির ন্যায় এ সমস্ত প্রাকৃত বস্তু নহে; তাহারা চিন্ময় নিত্যবস্তু, চিচ্ছক্তির বিলাস। (১।৫।৪৫। পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য)। পরব্যোমে সবিশেষ ধাম-সমূহের বহির্দ্দেশে সিদ্ধলোক-নামে একটি নির্ব্বিশেষ জ্যোতির্ম্ময় ধাম আছে; ইহাই অব্যক্তশক্তিক-ব্রহ্মের ধাম; এইস্থানে চিচ্ছক্তি আছে, কিন্তু চিচ্ছক্তির বিলাস নাই; কোনও লীলা নাই, লীলার উপকরণাদিও নাই। ইহাও পরব্যোমের অন্তর্ভুক্ত। (১।৫।২৭ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য)। সিদ্ধলোকের বাহিরে চিন্ময়-জলপূর্ণ কারণ-সমুদ্র পরিখাকারে পরব্যোমকে বেষ্টন করিয়া আছে। ইহার অপর নাম বিরজা। এই কারণ-সমুদ্রের বাহিরে বহিরঙ্গা-মায়াশক্তির বিলাসস্থল প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ড। (১।৫।৪৩ পয়ার টীকা এবং ১।৫।৬ শ্লোকটীকা দ্রষ্টব্য)। সমস্ত ভগবদ্ধামই নিত্য, চিন্ময়, "সর্ব্বগ, অনন্ত, বিভু কৃষ্ণতনুসম।" অনন্ত ভগবৎ-স্বরূপ যেমন স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণেরই প্রকাশবিশেষ, তদ্রূপ তাঁহাদের ধামও শ্রীকৃষ্ণের লীলাধাম শ্রীগোলোকেরই প্রকাশবিশেষ। ১ ৫।১১-১২ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

ব্রজরস ও ব্রজপরিকর। ব্রজে শ্রীকৃষ্ণের নরলীলা, গোপ-অভিমান, গোপবেশ। ব্রজে তিনি চারিভাবের লীলারস আস্বাদন করিতেছেন—দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর। তাঁহার স্বরূপ-শক্তি (শুদ্ধ-সত্ত্ব) প্রত্যেক ভাবের অনুকূল লীলা-পরিকর-রূপেই আত্মপ্রকট করিয়া বিরাজিত। দাস্য-রসের পরিকরদিগের নাম রক্তক, পত্রক ইত্যাদি। ইঁহারা শ্রীকৃষ্ণে মমতা-বুদ্ধিবশতঃ দাসোচিত সেবাদ্বারা শ্রীকৃষ্ণের প্রীতিবিধান করেন। সখ্যভাবের পরিকরদিগের নাম সুবল, মধুমঙ্গল প্রভৃতি। দাস্যভাবের পরিকরগণ অপেক্ষা শ্রীকৃষ্ণে ইঁহাদের মমতাবুদ্ধি অধিক; ইঁহারা শ্রীকৃষ্ণের সহিত সখার ন্যায় সমান-সমান ভাবে ব্যবহার করেন, একসঙ্গে খেলা করেন, কখনও শ্রীকৃষ্ণকে কাঁধে করেন, কখনও বা কৃষ্ণেরই কাঁধে চড়েন, নিজেদের মুখের উচ্ছিষ্ট ফলও কৃষ্ণকে খাইতে দেন। দাস্যে গৌরব-বুদ্ধিজাত সঙ্কোচ আছে, সখ্যে তাহা নাই; ইহা মমতাবুদ্ধির আধিক্যের ফল। বাৎসল্যে সখ্য অপেক্ষাও মমতাবুদ্ধি অধিক; শ্রীমন্নন্দমহারাজ, শ্রীমতী যশোদা প্রভৃতি বাৎসল্য-ভাবের পরিকর; ইঁহারা সন্ধিন্যংশপ্রধান-শুদ্ধসত্ত্বরূপা আধার-শক্তির চরম-পরিণতি। শ্রীমতী যশোদা মনে করেন—শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার গর্ভজাত সন্তান, শ্রীমন্নন্দমহা-রাজ মনে করেন, শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার আত্মজ; শ্রীকৃষ্ণও মনে করেন—তাঁহারা তাঁহার পিতামাতা; কিন্তু ইহা অনাদিসিদ্ধ অভিমান-মাত্র। যাহা হউক, পিতৃ-মাতৃ-অভিমানে নন্দ-যশোদা শ্রীকৃষ্ণকে তাঁহাদের লাল্য এবং নিজেদিগকে শ্রীকৃষ্ণের

লালক বলিয়া মনে করেন এবং শ্রীকৃষ্ণের সহিত তাঁহাদের ব্যবহারও এইরূপ অভিমানের অনুকূলই। মধুরে বাৎসল্য অপেক্ষাও মমতাবুদ্ধির আধিক্য। শ্রীরাধিকাদি ব্রজগোপীগণ মধুর-ভাবের পরিকর; ইহাঁরা হ্লাদিনীর অধিষ্ঠাত্রীরূপ মূর্ত্তবিগ্রহ। ইহাঁদের অভিমান—শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদের প্রাণবল্লভ, ইহাঁরা শ্রীকৃষ্ণের প্রেয়সী; শ্রীকৃষ্ণেরও তদনুরূপ অভিমান; এইরূপ অভিমানের অনুকূলভাবে ইহাঁরা নিজাঙ্গদ্বারাও শ্রীকৃষ্ণের সেবা করিয়া থাকেন।

মমতাবুদ্ধির আধিক্যে কৃষ্ণবশ্যতার আধিক্য। যেখানে মমতাবুদ্ধির যত আধিক্য, সেখানেই ঘনিষ্টতা তত বেশী, সেখানেই প্রীতিও তত বেশী আস্বাদ্য। শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং বলিয়াছেন—"যে ভক্ত আমাকে ঈশ্বরজ্ঞানে গৌরব করে, আপনা অপেক্ষা বড় মনে করে, তাহার প্রেমে আমি বশীভূত হইনা; কারণ, তাহার প্রেম ঐশ্বর্য্য-বুদ্ধিতে শিথিল হইয়া যায়। কিন্তু যে আমাকে তাহা অপেক্ষা ছোট মনে করে, অন্ততঃ তাহার সমান মনে করে, আমি সর্ব্বতোভাবে তাহার প্রেমের বশ্যতা স্বীকার করিয়া থাকি।" তাই দাস্যরস অপেক্ষা সখ্যরস অধিক আস্বাদ্য, সখ্য অপেক্ষা বাৎসল্য এবং বাৎসল্য অপেক্ষা মধুর রস অধিক আস্বাদ্য। সমস্ত রস অপেক্ষা মধুর-রসেই আস্বাদন-চমৎকারিতার আধিক্য। "পরিপূর্ণ কৃষ্ণপ্রাপ্তি এই (মধুর) প্রেমা হইতে।"

লোক-সমাজে দেখা যায়, পুত্র যতই বড় হউক না কেন, পিতার নামেই পরিচিত হয়; পুত্রের গৃহও পিতার নামেই পরিচিত হয়। নরলীল শ্রীকৃষ্ণেরও সেই অবস্থা; তাই নন্দ-নন্দন, যশোদা-তনয় প্রভৃতি নামেও তাঁহাকে অভিহিত করা হয়। আবার নন্দমহারাজকেও ব্রজেশ্বর, ব্রজেন্দ্র প্রভৃতি নামে এবং যশোদামাতাকে ব্রজেশ্বরী, নন্দগেহিনী প্রভৃতি নামে অভিহিত করা হয়। এই নামগুলি শ্রীকৃষ্ণের ব্রজলীলার অপরিসীম-মাধুর্য্যব্যঞ্জক।

ব্রজপ্রেম। ব্রজপরিকরগণের সকলেই কৃষ্ণসুখৈক-তাৎপর্য্যময় প্রেমের সহিত শ্রীকৃষ্ণের সেবা করিয়া থাকেন। তাঁহাদের প্রেম শুদ্ধমাধুর্য্যময়, তাহাতে ঐশ্বর্য্যের প্রভাব নাই। শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য্যের অনুসন্ধানও তাঁহাদের প্রেমের উপর কোনওরূপ প্রভাব বিস্তার করিতে পারে না।

দ্বারকা-মথুরায়ও দাস্যাদি উক্ত চারিটী ভাব আছে; তবে সে স্থানের ভাব ঐশ্বর্য্য-মিশ্রিত, পরিকরদের ভাব ঐশ্বর্য্য দ্বারা সঙ্কোচিত। দ্বারকায় রুক্মিণী-আদি মহিষীগণ কান্তাভাবের পরিকর; দেবকী-বসুদেব বাৎসল্য-ভাবের পরিকর।

পরব্যোমের অধিপতি ভগবৎস্বরূপের নাম শ্রীনারায়ণ; ইনি চতুর্ভুজ, শ্রীকৃষ্ণের বিলাসরূপ। লক্ষ্মী শ্রীনারায়ণের প্রেয়সী। পরব্যোমে বাৎসল্যরস নাই, নর-লীলাতেই বাৎসল্যরসের স্থান; পরব্যোমের লীলা দেব-লীলা, নরলীলা নহে।

ভগবৎস্বরূপ-সমূহের ধাম, লীলা ও পরিকরাদি তত্তৎস্বরূপের অনুরূপ। সুতরাং স্বরূপ-শক্তির বিলাস-বৈচিত্রীর তারতম্যানুসারে অন্যান্য ভগবৎস্বরূপের ধাম-পরিকর-লীলাদি হইতে নারায়ণের ধাম-পরিকর-লীলাদি শ্রেষ্ঠ; পরব্যোম হইতে দ্বারকা-মথুরার মাহাত্ম্য-পরিকর-লীলাদির শ্রেষ্ঠত্ব এবং দ্বারকা-মথুরা হইতে ব্রজের বা গোকুলের মাহাত্ম্য-পরিকর-লীলাদির অপূর্ব্ব বৈশিষ্ট্য। শ্রীকৃষ্ণের ব্রজপরিকরদের মধ্যে আবার দাস হইতে সখাদের, সখা হইতে নন্দ-যশোদাদির এবং নন্দ-যশোদাদি হইতে শ্রীরাধিকাদি কৃষ্ণপ্রেয়সীদের অপূর্ব্ব বৈশিষ্ট্য। প্রেয়সীবর্গের মধ্যে অখণ্ড-রসবল্লভা শ্রীরাধিকার রূপ-গুণ-মাধুর্য্য ও রস-পরিবেশন-পারিপাট্য সর্ব্বাতিশায়ী।